তামাবিলে ফ্লাগ মিটিংঃ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত

আব্দুল মালিক চৌধুরী ॥ সিলেটের প্রতাপপুর ও সোনারহাট সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়া গতকাল বুধবার তামাবিলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের শিলংয়ের ডিআইজি এবং বিডিআরের সিলেট সেক্টর কমান্ডারের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএসএফের ডিআইজি গতকাল পরিস্থিতি নিয়া আলোচনায় বসার জন্য বিডিআরের সিলেট সেক্টর কমান্ডারকে এক পত্র দিলে সেক্টর কমান্ডার তাহার আমন্ত্রণে সাড়া দেন। বিকালে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিএসএফের ডিআইজি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সীমান্তে উভয় পক্ষের বর্তমান অবস্থান যেভাবে আছে, সেভাবে থাকিবে বলিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত বিডিআরের সেক্টর কমান্ডারকে অবহিত করেন।

গতকাল বুধবার বিকালে বিডিআরের সিলেট সেক্টর হেডকোয়ার্টারে টুআইসি লেঃ কর্নেল এহতেশাম সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে এক ব্রিফিং-এ এই বৈঠকের কথা জানান। এ সময় সিলেট সেক্টরের অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে ৩০ ব্যাটালিয়নের কমান্ডার লেঃ কর্নেল ফজলে আকবর উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস ব্রিফিংকালে বাংলাদেশের প্রতাপপুর সীমান্তের পাদুয়া বিওপিসহ তৎসংলগ্ন ২ শত ৫০ একর জায়গা পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে বলা হয়, এখনও পাদুয়া ক্যাম্পে বিএসএফ সদস্যরা অবস্থান করিলেও ক্যাম্পসহ বাংলাদেশের ২শত ৫০ একর জমি বিডিআরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে। তাহাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পর বিএসএফ সদস্যরা পাদুয়া ক্যাম্প ত্যাগ করিয়া যাইবে। পাদুয়া এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তের ৪ শত গজ ভিতরে অবস্থিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ইহা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। দেশ স্বাধীন হইয়া গেলে মুক্তিযোদ্ধারা এই ঘাঁটি ত্যাগ করার সাথে সাথে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এই ঘাঁটি এবং ইহার আশেপাশের ২ শত ৫০ একর জায়গা দখল করিয়া নেয়। ফলে সীমানা পিলার চেকসহ রুটিন ওয়ার্ক করিতে গেলে বিডিআরকে বিএসএফের নিকট হইতে অনুমতি নিতে হইত। পাদুয়া ক্যাম্প ছাড়ার জন্য গত ৩০ বৎসর বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে অনেক চিঠি চালাচালি হইয়াছে। প্রতিবারই ক্যাম্প ছাড়িয়া দিবে বলিয়া বিএসএফের পক্ষ হইতে বিডিআরকে আশ্বাস দেওয়া হইত। এই বিষয়ে উভয় পক্ষে অনেক বৈঠকও হইয়াছে। গত রবিবার রাতে বিডিআর প্রতাপপুর হইতে তিনদিকে অগ্রসর হইয়া পাদুয়া ক্যাম্পসহ আশেপাশের ২ শত ৫০ একর এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়া নেয়। বর্তমানে পাদুয়া ক্যাম্পে বিএসএফ সদস্যরা অবস্থান করিলেও তাহাদের চলাচলের উপর বিডিআর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়াছে। এই সকল অভিযানের সময় বিএসএফ কয়েক রাউন্ড গুলীবর্ষণ করিলেও বিডিআর এ পর্যন্ত কোন গুলীবর্ষণ করে নাই। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলং পাহাড়ের পাদদেশে বাংলাদেশ ভূখন্ডে পাদুয়া অবস্থিত।

এদিকে, বিডিআরের প্রবল প্রতিরোধের মুখে বিএসএফ সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করিয়া রাতের আঁধারে পাদুয়া হইতে ৫ কিলোমিটার দূরবর্তী সোনারহাট সীমান্তের নো-ম্যান্স ল্যান্ডের দেড়শত গজের মধ্যে জিরো লাইন হইতে মাত্র ১০ গজ দূরে পাকা সড়ক নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। বিডিআর নির্মিত ৬০ মিটার অংশ অপসারণের দাবী জানাইলেও বিএসএফ উহা এখনও অপসারণ করে নাই। সীমান্তের উভয় দিকে দুই পক্ষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়া মুখোমুখি অবস্থানে আছে এক সপ্তাহ যাবৎ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তামাবিল স্থলবন্দর এখনও বন্ধ রহিয়াছে। গতকালও কয়লাসহ কোন পণ্য আমদানী হয় নাই।

ঢাকা ও নয়াদিল্লীতে উভয় দেশের হাই কমিশনার তলব

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ রাইফেলস ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর মধ্যে কুড়িগ্রামের বারইবাড়ি সীমান্তে গুলী বিনিময় ও সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে গতকাল ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার মনি লাল ত্রিপাঠিকে পররাষ্ট্র দফতরে তলব করা হয়। পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথে প্রায় অর্ধঘন্টা স্থায়ী এক বৈঠকে সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাকে অনুরোধ জানান। পররাষ্ট্র সচিব সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য হাইকমিশনারের সাথে মতবিনিময় করেন।

এই বৈঠকের পর পররাষ্ট্র সচিব সাংবাদিকদের জানান, এই সংঘর্ষের সময় বাংলাদেশ রাইফেলস-এর একজন জওয়ান নিহত হইয়াছে। ভারতীয় পক্ষে হতাহতের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব জানান যে, এই তথ্য তাহার জানা নাই।

এদিকে নয়াদিল্লী হইতে বাসস জানায়, ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রাম পাদুয়ায় বিডিআর অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলিবে না। গতকাল ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র নয়াদিল্লীতে একথা বলিয়াছেন। এই এলাকায় উত্তেজনা অব্যাহত রহিয়াছে বলিয়া মুখপাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সীমান্ত পরিস্থিতি লইয়া সৃষ্ট বিষয়টি নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদকে অবহিত করা হইয়াছে বলিয়া মুখপাত্র জানান।

হরতাল দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতী

সাইফুর

বিবিসি জানায়, বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলিয়াছেন যে, হরতাল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির জন্য একটি আত্মঘাতী বিষয়। হরতাল জাতির জন্য কোনভাবেই ভাল হইতে পারে না বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন। এদিকে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে আগামী ২৩শে এপ্রিল হইতে ৭২ ঘন্টার হরতাল করিতে যাইতেছে।

এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় গতকাল বুধবার বিবিসি'র পক্ষ হইতে সাইফুর রহমানের নিকট জানিতে চাওয়া হয় যে, যদিও তিনি হরতালের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন, তাহার দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামে তিনিও রহিয়াছেন, আর সেখানে হরতালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইতেছে কেন ? জবাবে সাইফুর রহমান বলেন, চারদলীয় ঐক্যজোট হিসাবে এখন আমরা আন্দোলন করিতেছি। এই ঐক্যজোটের লিয়াজোঁ কমিটি হরতালের সিদ্ধান্ত নেয়। এই কমিটিই সিদ্ধান্ত নেয় কিভাবে কি রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু নির্বাচনের আর বেশীদিন বাকী নাই। এই সময়ের মধ্যে আমরা হরতাল দেওয়া, বিশেষ করিয়া আমাদের দলেরও অনেক নীতি-নির্ধারক আছেন, তাহাদের অনেকেই ইহার পক্ষে নন।

তাহা হইলে দলে আপনারা এব্যাপারে ভূমিকা রাখিতে পারিতেছেন না? জবাবে সাইফুর রহমান বলেন যে, আমরা দলে ভূমিকা রাখি। কিন্তু বর্তমানে সরকার আমাদের এত আঘাত করিতেছে, বিভিন্নভাবে হ্যারাস করিতেছে, যাহার ফলে বাধ্য হইয়া আমাদের হরতালের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আপনি কি মনে করেন যে, বিরোধী দল একের পর এক যে হরতাল করিয়া আসিতেছে, তাহারা যে লক্ষ্য নিয়া আন্দোলন করিতেছে, সেই লক্ষ্য সফল হইতেছে বা হইবে? জবাবে সাইফুর রহমান বলেন যে, আমার মনে হয় না। আমি মনে করি না। গত চার বছর ১০ মাসে তো হয় নাই। সুতরাং শেষ দুইমাসে তাহা হইবে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু বৃহত্তর পরিসরে জোটের অন্যান্য দলের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া হরতালের সিদ্ধান্ত নিতে হইতেছে।

তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন যে, বর্তমানে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা বিএনপি'র নিয়ন্ত্রণে নাই? জবাবে সাইফুর রহমান বলেন, নিয়ন্ত্রণে তো ঠিকই আছে। নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নাই তাহা মনে হইতেছে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ আর সরকার বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে একটি ঐক্য বজায় রাখারও প্রয়োজন। ইহাছাড়া আমরা কি করিব, আর কোন অস্ত্রতো আমাদের হাতে নাই।

সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত ॥ আহত ৬০

গতকাল বুধবার মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মাগুরা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোট পাঁচজন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়।

আরিচা হইতে সংবাদদাতা জানান, গতকাল বুধবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের কালামপুর ও বারবাড়িয়া নামক স্থানে দুইটি পৃথক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হইয়াছে। ঢাকাগামী একটি ট্রাক কালামপুরের নিকট অজ্ঞাত পরিচয় ২ জন পথচারীকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাহারা নিহত হয়। ইহাছাড়া 'শুভযাত্রা' পরিবহনের মানিকগঞ্জগামী একটি মিনিবাস বারবাড়িয়ার নিকট রাস্তার পার্শ্বে রাখা সড়ক ও জনপথ বিভাগের রোড রোলারের সহিত প্রচন্ড বেগে ধাক্কায় উহার সম্মুখভাগ চূর্ণবিচূর্ণ হয়। আহত ৭ জনকে ঢাকায় ও ৩ জনকে মানিকগঞ্জ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ফরিদপুর সংবাদদাতা জানান, বাগাটবাজারের নিকট 'সৌখিন পরিবহনের' বাস এবং একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন বাসযাত্রী নিহত ও ১৪ জন আহত হয়।

মাগুরা সংবাদদাতা জানান, গতকাল সন্ধ্যায় মাগুরা-ফরিদপুর সড়কের বাগাট নামক স্থানে ঢাকা হইতে যশোরগামী একটি যাত্রী বোঝাই বাসের সহিত বিপরীতমুখী একটি ট্রাকের সংঘর্ষে অজ্ঞাত পরিচয় যুবক নিহত হয়। প্রায় ২৫ জন যাত্রী আহত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতা জানান, গতকাল বুধবার ঢাকা-সিলেট সড়কের সাতবর্গ বাস টার্মিনালে একটি বাস যাত্রীবাহী রিকশাকে চাপা দিলে রিকশার চালক দারু মিয়া (২৫) ঘটনাস্থলে নিহত হয়। রিকশার দুইজন যাত্রী আহত হয়। একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

টেন্ডার আহ্বানকে কেন্দ্র করিয়া বরেন্দ্র প্রকল্পে গোলাগুলী

রাজশাহী অফিস ॥ গতকাল বুধবার নগরীর বর্ণালী এলাকায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বরেন্দ্র প্রকল্প) অফিস প্রাঙ্গণে দুইদল ঠিকাদারের মধ্যে গোলাগুলীর ঘটনায় দুইজন গুলীবিদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

জানা গিয়াছে, বরেন্দ্র প্রকল্পের একটি টেন্ডার আহ্বানকে কেন্দ্র করিয়া গতকাল বেলা তিনটায় দুইদল ঠিকাদারের মধ্যে এই গোলাগুলী হয়। গতকাল এই দরপত্রের টেন্ডার খোলার দিন ধার্য ছিল।